কুরবানি ও হৃদয়ের অবস্থা

28 MAY 2026

(For Islamic Brothers)

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার
সুন্নাতে ভরা বয়ান (Bangla)

মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা এবং দাওয়াতে ইসলামীর "মসজিদের ইমাম" বিভাগ কর্তৃক পরিচলিত মসজিদ সমূহের জন্য
২৮ মে ২০২৬ ইং এর পবিত্র জুমার

কুরআনী বয়ান

কুরবানি ও হৃদয়ের অবস্থা

উপস্থাপনায়:
আল মদীনাতুল ইলমিয়া
(**I**slamic **R**esearch **C**enter)
(বিভাগ: দাওয়াতে ইসলামীর বয়ান)

Contents

দুরুদ শরীফের ফযীলত ৩
সবচেয়ে মর্যাদাবান দিন ৪
ঈদুল আযহার সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় আমল ৫
কুরবানী করার ক্ষেত্রে মনের অবস্থার গুরুত্ব ৬
(১): প্রথম অবস্থা: সুখী হওয়া ৯
হযরত ঈসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এর মুবারক অবস্থা ১০
আমরাও আমাদের পুত্রকে কুরবান করি ১২
(২): দ্বিতীয় অবস্থা: একনিষ্ঠতা ১৪
হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর পবিত্র মনোভাব ১৫
ইখলাস হলো আমলের প্রাণ ১৭
হরিণ কস্তুরী কোথা থেকে পেল ১৭
!اللہ !اللہ কী শান...!! ১৮
আমল কবুলিয়্যতের ৩টি ভিত্তি ১৯
অন্তরে কোমলতা রেখে জবাই করুন! ২০
কুরবানী ও তাকওয়ার চাহিদা ২১
কুরবানীর পশুর চামড়া দাওয়াতে ইসলামীকে দিন! ২৪

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف (আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়ত করলাম)

দুরুদ শরীফের ফযীলত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عليه وَآلِهٖ و سَلَّم : مَا مِنْ عَبْدَيْنِ مُتَحَابَّيْنِ فِي اللّٰهِ يَسْتَقْبِلُ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَيُصَافِحُهُ وَيُصَلِّيَانِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهٖ وَ سَلَّم اِلَّا لَمْ يَفْتَرِقَا حَتّٰى تُغْفَرَ ذُنُوْبُهُمَا مَا تَقَدَّمَ مِنْهُمَا وَمَا تَاَخَّرَ

আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: আল্লাহ পাকের খাতিরে পরস্পর ভালোবাসা পোষণকারী যখন একে অপরের সাথে সাক্ষাত করে, হাত মিলায় এবং নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরুদ প্রেরণ করে তখন তারা উভয়ে পৃথক হওয়ার পূর্বে উভয়ের পূর্ববর্তী (সগীরা) গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। **(মুসনদে আবি ইয়া'লা, ৩/৩৪, হাদিস: ২৯৬০)**

عاصِیو جُرم کی دوا ہے درود — کیا دَوائے عین کیمیا ہے درود
ایک ساعت میں عمر بھر کے گناہ — کرتا مَعْدُوم اور فنا ہے درود
چھوڑیو مت درود کو کافی! — راہِ جنّت کا راہ نُما ہے درود

(কাফী কী নাত,পৃ:৩৯)

আসিআউ জুরম কী দাওয়া হায় দরুদ
কিয়া দাওয়া আইনে কিমিয়া হ্যা দরুদ

এক সাআত ম্যা উমর ভর কে গুনাহ
করতা মা'দুম অর ফানা হ্যা দরুদ
ছোড়িউ মত দরুদ কো কাফি!
রাহে জান্নাত কা রাহনুমা হ্যা দরুদ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيْم অর্থাৎ আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ؕ

(পারা ১৭, সূরা হজ্ব: ৩৭)

صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمِ وَ صَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আল্লাহর নিকট কখনো না সেগুলোর মাংস পৌঁছে, না সেগুলোর রক্ত, হ্যাঁ, তোমাদের খোদাভীরুতা তাঁর নিকট পর্যন্ত পৌঁছে থাকে।

সবচেয়ে মর্যাদাবান দিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه! আজ হলো ইয়াউমে নাহর (অর্থাৎ কুরবানী দিন)। আশরায়ে যিলহজ্ব (অর্থাৎ যিলহজ্ব মাসের প্রথম ১০ দিন যা খুবই ফযিলত মন্ডিত) এর শেষ দিন। হাদিসে পাক অনুযায়ী আশারায়ে যিলহজ্বে একটি নেকীর সাওয়াব ৭০০গুণের চেয়েও বেশি বাড়িয়ে দেওয়া হয়, আজ মূলত নেকীর এই মৌসুমের বাহারের শেষ দিন, যথা সম্ভব ✯ আজকে নেকী করুন ✯ বেশি থেকে বেশি আল্লাহ পাকের যিকির করুন! ✯ দরুদ পাক পাঠ করুন! ✯ পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত

সহকারে আদায় করুন! ✯ আজকে বিশেষভাবে দান-সদকা করার দিন, কুরবানী করলে কুরবানীর মাংস গরীবদেরকে দিয়ে দিন! ✯ মেহমানদের আনাগোনা হয়ে থাকে, ভালো ভালো নিয়ত সহকারে মেহমানদারী করুন! ✯ আজকে সম্পর্ক অটুট রাখার দিন, নিজেদের নিকট আত্মীয়দের নিকট কুরবানী মাংস পৌঁছিয়ে দিন! ✯ ভালো ভালো নিয়ত সহকারে আত্মীয়দের কল দিয়ে ঈদ মুবারক জানিয়ে দিন! তাদের ভালো-মন্দ জিজ্ঞেস করুন! মোটকথা আজকে বেশি বেশি নেকী করার চেষ্টা করুন।

ঈদুল আযহার সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় আমল

হাদিসে পাকের প্রসিদ্ধ কিতাব: তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ তে মুসলমানদের প্রিয় আম্মাজান হযরত আয়িশা সিদ্দিকা, তায়্যিবা তাহিরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا হতে বর্ণিত, আল্লাহ পাকের আখেরী নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বলেছেন: يَوۡمُ النَّحۡر (তথা কুরবানী দিন) মানুষের আমলসমূহে আল্লাহ পাকের নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল হলো (কুরবানীর পশুর) রক্ত প্রবাহিত করা। নিশ্চয় কুরবানীর পশু কিয়ামতের দিন সেটার শিং, পশম ও খুরসহ সাথে নিয়ে উঠবে এবং নিশ্চয় (কুরবানীর পশুর) রক্ত জমিনে পড়ার আগেই আল্লাহ পাকের দরবারে উচ্চ স্থানে পৌঁছে যায়।

(তিরমিযী, ৩৮৩, হাদিস: ১৪৯৩)

نشانی ہے وفا کی اور اِک نعمت ہے قربانی
خُدا کے دوست ابراہیم کی سُنّت ہے قربانی
مسلمانو! کبھی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹنا
وقارِ دین ہے، اسلام کی شوکت ہے قربانی

নিশানী হ্যা ওয়াফা কী আওর এক নেমত হ্যা কুরবানী
খোদা কে দোস্ত ইব্রাহীম কি সুন্নাত হ্যা কুরবানী
মুসলমানো! কভী কুরবানী সে পিছে নেহী হটনা
ওয়াকারে দ্বীন হ্যা, ইসলাম কি শওকত হ্যা কুরবানী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কুরবানী করার ক্ষেত্রে মনের অবস্থার গুরুত্ব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ اِنْ شَآءَ اللهُ الْكَرِيْم লক্ষ লক্ষ মুসলমান কুরবানী করার সৌভাগ্য অর্জন করবে, আল্লাহ পাক সকলের কুরবানী তাঁর মহান দরবারে কবুল করুক। এই কথাটি মস্তিষ্কে বসিয়ে নিন যে, কুরবানী কবুল হওয়ার সবচেয়ে যেই জিনিসটির গুরুত্ব বেশি, সেটা হলো আপনার মনের অবস্থা। আল্লাহ পাক কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেছেন:

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَ لٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ؕ

(পারা ১৭, সূরা হজ্ব, আয়াত ৩৭)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আল্লাহর নিকট কখনো না সেগুলোর মাংস পৌঁছে, না সেগুলোর রক্ত, হ্যাঁ, তোমাদের খোদাভীরুতা তাঁর নিকট পর্যন্ত পৌঁছে থাকে।

তাফসীরে সিরাতুল জিনানে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় রয়েছে: জাহিলী যুগে অমুসলিমরা তাদের কুরবানীর রক্ত দিয়ে কাবা শরীফের দেওয়াল নষ্ট করত আর মনে করত যে, এইভাবে করার দ্বারা তাদের আল্লাহ পাকের নৈকট্য হাসিল হবে। অতঃপর যখন ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ল, সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ হজ্ব করলেন, কুরবানী পেশ করলেন তখন তাদেরকে শিক্ষার জন্য এই আয়াতে কারীমাটি অবতীর্ণ হলো এবং বলা হলো যে, আল্লাহ পাকের দরবারে না মাংস পৌঁছায় আর

না রক্ত বরং আল্লাহ পাকের নিকট তোমাদের পক্ষ থেকে তাকওয়া, পরহেযগারিতা পৌঁছে এবং কুরবানী দাতা শুধুমাত্র ভালো নিয়ত, একনিষ্ঠতা ও খোদাভীরুতার শর্তের উপর আমল করেই আল্লাহ পাককে রাজি করতে পারবে। **(তাফসীরে নাসাফি, পারা: ১৭, সূরা হজ্ব, আয়াতের পাদটীকা: ৩৭, ২/৪৪২)**

جانتا ہے بارگاہِ حق کے آئین واُصول؟
دِل کے ٹکڑوں کی یہاں پر نذر ہوتی ہے قبول

জানতা হ্যা বারগাহে হক কে আয়িন ও উসুল?
দিল কে টুকড়ো কি ইয়াহাঁ পর নযর হোতি হ্যা কবুল

শায়খ আবু তালিব মাক্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতে কারীমার যেই ব্যাখ্যা করেছেন, সেটা অনুযায়ী এই সারাংশটি একটু মনোযোগ দিয়ে বর্ণনা করি তখন অর্থ এটা হবে যে, আল্লাহ পাক বলছেন: হে আমার বান্দারা! তোমরা ঘর থেকে বের হওয়ার পর, লোকেরা তোমাদেরকে দেখছিল ✯ তোমরা গবাদি পশুর হাটে গিয়ে পৌঁছেছিলে, মানুষ তোমাদেরকে দেখছিল ✯ তোমরা পশু ক্রয় করেছিলে, লোকেরা তোমাদেরকে দেখছিল ✯ তোমরা পশু ঘরে নিয়ে এসেছিলে, লোক তোমাদেরকে দেখছিল ✯ তোমরা পশুর যত্ন নিয়েছিলে, মানুষ তোমাদেরকে দেখছিল ✯ তোমরা পশুগুলো আমার নামে জবাই করেছিলে, লোকেরা দেখেছিল ✯ পশুর মাংসগুলো স্বয়ং নিজেরাই রান্না করে নিজেরাই খেয়েছিলে, মানুষের মধ্যে মাংস বন্টনও করেছিলে, লোকেরা তোমাদের দিকে তাকিয়ে ছিল, মোটকথা পশু ক্রয় করা থেকে শুরু করে সেটাকে কুরবানী করে মাংস খাওয়া ও বন্টন করা পর্যন্ত

তোমাদের সমস্ত আমল অপরের সামনে ছিল কিন্তু এই পুরোটা সময়ে একটি জিনিস রয়েছে যা আমার ও তোমাদের মধ্যে ছিল আর তা হলো তোমাদের মনের অবস্থা, ব্যস তোমাদের আমলের গ্রহণীয়তার ফয়সালা হৃদয়ে এই অবস্থার উপর করা হবে। এটা দেখা হবে যে, তোমাদের হৃদয়ে তাকওয়া ছিল নাকি ছিল না? আল্লাহ পাকের দরবারে যা কবুল, সেটা হলো হৃদয়ের তাকওয়া। **(ইলমুল কুলুব, পৃ:১৬৬)**

হে আশিকানে রাসূল! এখন আমরা একটু গভীরভাবে চিন্তা করি ✯ যখন আমরা কুরবানীর পশু ক্রয় করতে গিয়েছিলাম, অন্তরে নিয়ত কী ছিল? পশু ক্রয় করার সময় অন্তরে কি এই নিয়ত ছিল যে, লোকেরা কী বলবে? নাকি এই স্পৃহা ছিল যে, আল্লাহ পাকের নামে উত্তম থেকে উত্তম পশু কুরবানী করব? যখন পশু ক্রয় করে এলাকায় পৌঁছেছিলাম, মানুষজন দেখে বাহ বাহ করেছিল, তখন মনের অবস্থা কেমন ছিল? যখন বন্ধুরা ও প্রতিবেশীরা জিজ্ঞেস করেছিল যে, পশু কত দিয়ে কিনেছ, তখন মনের অবস্থা কেমন ছিল? ✯ যখন অন্যেদের কুরবানীর পশু দেখে নিজের ও অপরের পশুর সাথে তুলনা করছিলে, তখন আপনার মনের অবস্থা কিরূপ ছিল? মোটকথা আমাদের কুরবানীর মধ্যে মাংস হলো সেটা যা আমরা আহার করব, চামড়া কোন মাদ্রাসাকে বন্টন করে দেবো, একটি জিনিস অবশিষ্ট থাকবে সেটা হলো ✯ আমাদের অন্তরের একনিষ্ঠতা ✯ আমাদের হৃদয়ের খোদাভীরুতা ✯ আমাদের হৃদয়ে বিদ্যমান আনুগত্যের স্পৃহা ✯ আমাদের হৃদয়ে বিদ্যমান রবের প্রতি ভালোবাসা...!! যদি এই পবিত্র চিন্তাধারা থাকে তবে ! اِنْ شَآءَ الله কুরবানী কবুল, যদি এটা না থাকে ✯ একনিষ্ঠতার স্থলে লোক দেখানো ✯ তাকওয়ার জায়গায় মাংস খাওয়া উদ্দেশ্য হয় ✯ আল্লাহ পাকের প্রতি

ভালোবাসার স্থলে নিজের দানশীলতা প্রদর্শনের নিয়ত থাকে, তবে বিষয় খুব কঠিন হতে পারে। এজন্য আজ আমরা যখন কুরবানী করব, তখন আমাদের অন্তরের অবস্থা সঠিক রাখতে হতে!

কুরআনুল কারীম ও হাদিসে মুবারাকার মধ্যে আমাদের এমন অবস্থার কথা বলা হয়েছে যে, কুরবানী করার সময় এই অবস্থাদি রাখা অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

(১): প্রথম অবস্থা: সুখী হওয়া

আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: কুরবানীর পশু রক্ত জমিনে পড়ার আগে আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হয়ে যায়, فَطِيْبُوْا بِهَا نَفْسًا ব্যস খুশিমনে কুরবানী করো! **(ইবনে মাজাহ, পৃ:৫১০, হাদিস: ৩১২৬)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কুরবানী করার সময় আমাদেরকে নিজেদের অন্তরের যেই অবস্থা রাখতে হবে, তার মধ্যে প্রথম হলো খুশিমন। অনেক সময় অবস্থা এমন হয় যে, কুরবানী করার মন ছিল না, যেহেতু নিসাবের মালিক ছিল, কুরবানী ওয়াজিব হয়েছিল, সুতরাং করতে হয়েছে...!!

বর্তমান সময়ে এটাও একটি গণিমত যে, চলুন আল্লাহ পাকের হুকুম তো মেনে নিয়েছে, নিসাবের মালিকও হয়েছিলে, কুরবানী ওয়াজিব হয়ে গিয়েছিল তো! اَلْحَمْدُ لِلّٰه ওয়াজিব আদায় তো করছে, এটাও বড় কথা কিন্তু হাদিসে পাকে আমাদেরকে এরও পরবর্তী ধাপের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, কুরবানী করলে অপারগ হয়ে নয় বরং খুশিমনে করুন।

যেহেতু কুরবানী করতেন তখন খুশিমনে করা উচিত! اَلْحَمْدُ لِلّٰه আজ স্বীয় রবের সন্তুষ্টির জন্য কুরবানী করছি।

হযরত ঈসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এর মুবারক অবস্থা

রেওয়ায়েতের মধ্যে আসছে, যখন হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর শাহজাদাকে মিনায় নিয়ে গেলেন, তাঁকে নিজের স্বপ্নের কথা বললেন, ইরশাদ করলেন:

يٰبُنَيَّ اِنِّيْۤ اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْۤ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ؕ

(পারা ২৩, সূরা সাফফাত, আয়াত ১০২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: অতঃপর যখন সে তার সঙ্গে কাজ করার উপযুক্ত হলো, তখন (ইব্রাহীম) বললো ‘হে আমার পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি তোমাকে যবেহ করছি। এখন তুমি দেখো তোমার অভিমত কি?

কিতাবের মধ্যে লিখা রয়েছে: যখন হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এটা বলছিলেন তখন তাঁর প্রিয় শাহজাদার চেহারা চমকাতে লাগল, শরীরে কম্পন সৃষ্টি হলো। হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام জিজ্ঞাসা করলেন: পুত্র! কী হয়েছে? চেহারায় এই চমক কিসের? শরীরে কম্পন কেন? এখন শাহজাদার উত্তর শুনুন! তিনি আরজ করলেন: আব্বাজান! আমি কুরবান হয়ে গেলে আমার রবের সাথে মিলিত হবো, এই নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে জান্নাতে পৌঁছে যাবো, আল্লাহ পাক আমার ব্যাপারে এই হুকুম এজন্য দিয়েছেন তো তিনি আমার উপর সন্তুষ্ট, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক যেই নেয়ামত আমার জন্য প্রস্তুত রেখেছেন, সেগুলো এই দুনিয়া ও যা

কিছু দুনিয়াতে রয়েছে, এগুলো অপেক্ষা উত্তম (ব্যস এই খুশিতে চেহারা চমকাচ্ছিলো।) **(আর রিক্বাতু ওয়াল বুকায়ি, পৃ: ৮৪)**

عیدِ قرباں جذبۂ ایثار کا اِظہار ہے
یہ اطاعت کا خلیلُ اللہ کی معیار ہے
ہے یہ تسلیم و رضا کی ایک لافانی مِثال
جان دینے کے لئے فَرزند بھی تیار ہے
باپ کا حُسنِ عَمَل، بیٹے کا ذَوقِ اِتّباع
ہے اس مِثالی دَاستاں کا مرکزی کردار

ঈদে কুরবাঁ জযবায়ে ইছার কা ইযহার হ্যা
ইয়ে ইতাআত কা খলিলুল্লাহ কা মেয়ার হ্যা
হ্যা ইয়ে তাসলিম ও রযা কি এক লাফানী মিসাল
জান দেনে কে লিয়ে ফারযান্দ ভী তৈয়ার হ্যা
বাপ কা হুসনে আমল, বেটে কা যওকে ইত্তেবা
ইস মিসালী দাস্তাঁ কা মারকাযি কিরদার হ্যা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটা হলো ওই মুবারক মনোভাব যা হযরত ঈসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এর পবিত্র হৃদয়ে সৃষ্টি হয়েছিল, কুরবানীর সময় তাঁর চেহারা মুবারক খুশিতে ঝলমল করছিল, কিসের খুশি? আজ আমি আমার রবের নামে কুবরান হতে যাচ্ছি...!! ! سُبْحَانَ الله!

এই মনোভাবের অনুসরণ আমাদেকে করতে হবে। কুরবানী অপারগ হয়ে করবেন না বরং মনে যেন খুশি থাকে, খুশিতে হৃদয় মেতে

উঠে, হায়! আল্লাহ পাকের ভালোবাসা হৃদয়ে বাসা বাঁধত, মনে মনে এই স্পৃহাটি জেগে উঠত যে, আল্লাহ পাক হুকুম দিয়েছে তো আমি পশু আল্লাহর নামে কুরবানী দিচ্ছি, যদি হুকুম হতো আমার প্রাণও দিয়ে দিতে তবে কখনো পিছপা হতাম না, হৃদয়ে একটি অনুশোচনা থাকবে, হৃদয়ে এই মনোভাব সৃষ্টি হয় যে এই পশুটি কত ভাগ্যবান, সে তার প্রতিপালকের নামে কুরবান হচ্ছে, হায়! আমিও যদি আমার রবের নামে আমার সবকিছু কুরবানী দিয়ে দিতাম পারতাম...!!

یہ اِک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں

ترے نام پر سب کو وارا کروں میں

(সামানে বশশীশ, পৃ:১৫২)

ইয়ে এক জান কিয়া হ্যা, আগার হোঁ করোড়ো
তেরে নাম পর সব কো ওয়ারা করুঁ ম্যা

আমরাও আমাদের পুত্রকে কুরবান করি

শায়খ আহমদ বিন ইয়াহইয়া দামেষ্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একজন নেককার বুযুর্গ ছিলেন, দামেষ্কের অধিবাসী ছিলেন, একদিন নিজের ঘরে নিজের মা-বাবার সাথে বসে ছিলেন এবং নিজের মা-বাবাকে কুরআনে করীম পড়ে শুনাচ্ছিলেন, তিলাওয়াতের মাঝখানে হযরত ঈসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এর ঘটনা আসল, তিনি কুরআনে করীম থেকে এই ঘটনা পড়ে শোনালেন যে, কিভাবে হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর পুত্রের কুরবানী প্রস্তুত হলো? কিভাবে হযরত ঈসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام খুশিমনে নিজে নিজেকে জবেহের জন্য পেশ করলেন? এই ঘটনাটি শোনালেন তো আম্মাজানের হৃদয়ে স্পৃহা চলে আসল, বললেন: বাবা আহমদ! আমার শুধুমাত্র একটাই ছেলে, আমি

তোমাকে আমার রবের নামে ওয়াকফ করছি। যাও! আল্লাহ পাকের ইবাদত করো!

শায়খ আহমদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি ঘর থেকে বের হলাম, মক্কায়ে মুকাররমায় গিয়ে পৌঁছলাম, কাবা শরীফের পাশে অবস্থান করে ইবাদত করতে রইলাম, নেকীর মধ্যে মশগুল রইলাম, যথেষ্ট দিন অতিবাহিত হওয়ার পর মাতাপিতার কথা মনে পড়ল, আমি ঘরে গেলাম, দরজা করাঘাত করলাম, ভেতর থেকে আম্মাজানের আওয়াজ আসল: কে? আমি বললাম: আপনার ছেলে আহমদ। আম্মাজান দরজাও খুললেন না, ভেতর থেকেই বললেন: আমার একটাই ছেলে ছিল তাকে আমি আমার আল্লাহর নামে ওয়াকফ করেছি, বাবা! যাও! আল্লাহ পাকের ইবাদত করো! দ্বীনের খেদমত করো! আজকের পর থেকে কিয়ামতের দিন দেখা হবে। **(সাবআ সানাবিল, পৃ:১০৬)**

دوعالم سے کرتی ہے بیگانہ دِل کو　　عجب چیز ہے لذّتِ آشنائی

(কলিয়াতে ইকবাল, পৃ: ৪৩২)

দো আলম সে করতি হ্যা বেগানা দিল কো
আজব চিজ হ্যা লযযাতে আশনায়ি

ব্যাখ্যা: ভালোবাসাও কেমন আশ্চর্যকর বস্তু...!! হৃদয় থেকে উভয় জাহানের চাহিদা মিটে যায়।

যাইহোক! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেহেতু আমরা কুরবানী করছি তো হৃদয়ে একটি খুশির অবস্থা হওয়া চাই, ইছার ও আত্মত্যাগের স্পৃহা হৃদয়ে বিদ্যমান থাকা দরকার, এই স্পৃহাই হলো যা ! اِنْ شَآءَ الله আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হয়ে যাবে।

محبت میں اپنی گما یا الٰہی! نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الٰہی!
مرا ہر عمل بس ترے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطا یا الٰہی!
عبادت میں گزرے مری زندگانی کرم ہو کرم یا خدا! یا الٰہی!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃ:১০৫)

মুহাব্বত ম্যা আপনি গুমা ইয়া ইলাহী!
না পাউঁ ম্যা আপনা পাতা ইয়া ইলাহী!
মেরা হার আমল ব্যস তেরে ওয়াস্তে হো
কর ইখলাস আয়সা আতা ইয়া ইলাহী!
ইবাদত ম্যা গুযারে মেরি যিন্দেগানী
করম হো করম ইয়া খোদা! ইয়া ইলাহী!

(২): দ্বিতীয় অবস্থা: একনিষ্ঠতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কুরবানীর সময় দ্বিতীয় অবস্থা হলো যা আমাদের হৃদয়ে হওয়া উচিত, সেটা হলো ইখলাস তথা একনিষ্ঠতা । প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ ضَحّٰى طِيْبَةً نَفْسُهٗ مُحْتَسِبًا لِاُضْحِيَتِهٖ كَانَتْ لَهٗ حِجَابًا مِّنَ النَّارِ যে খুশিমনে এবং শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য কুরবানী করল, তার কুরবানী তার জন্য জাহান্নাম থেকে অন্তরাল হয়ে যাবে। **(মু'জামু কবীর, ২/২১৩, হাদিস: ২৬৭০)**

سُبْحٰنَ الله! এখানে দেখুন! মনের যেই অবস্থার দিকে আমাদেরকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, মুহতাসিবান অর্থাৎ শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য হয়। এটা ছাড়া আমাদের যেন আর অন্য কিছু চাওয়া না থাকে ✯ না দুনিয়ার সুখ্যাতি ✯ না নিজের বাহ বাহ ✯ না কোন প্রশংসা

✯ না আত্মগৌরব, কিছুই না, ব্যস একটাই উদ্দেশ্য হওয়া, আমি কুরবানী দিচ্ছি, হায়! এটার সদকায় যেন আমার রবের সন্তুষ্টি নসীব হয়ে যায়।

হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর পবিত্র মনোভাব

আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام যাঁর স্মরণে আমরা কুরবানী করে থাকি, বর্ণনার মধ্যে রয়েছে: যখন হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর পুত্রকে কুরবানী দেওয়ার জন্য শুইয়ে দিলেন, তাঁর হাত বাঁধলেন! এরপর তার মাথার পাশে বসলেন, ছুরী তার গর্দানে রাখলেন।

اِلٰهی! لَکَ الْحَمْدُ فِی الدَّہْرِ الْبَاقِیْ، رَزَقْتَنِیْ الْوَلَدَ عَلٰی کِبَرِ سِنِّیْ، فَابْتَلَیْتَنِیْ بِہٰذَا الْبَلَاءِ

হে আল্লাহ পাক! সর্বক্ষণ তোমারই হামদ তথা প্রশংসা, তুমিই আমাকে বার্ধক্যে সন্তান দান করেছ, অতঃপর তার দ্বারা এই পরীক্ষা নিয়েছ, فَاِنْ کَانَ ہٰذَا رِضًا لَکَ فَاُسَلِّمُ لِاَمْرِکَ ব্যস যদি তোমার সন্তুষ্টি এর মধ্যে থাকে তবে তোমার সন্তুষ্টির খাতিরে তোমার হুকুমের সামনে মাথা নত করলাম।

(আর রিক্বাতু ওয়াল বুকায়ি লি ইবনে কিদামা, পৃ:৮৫)

কিতাবে লিখা রয়েছে: যখন হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এটা বললেন তখন ফেরেশতারাও কান্না করেছে এবং তারা আল্লাহ পাকের দরবারে আবেদন করেছে: মাওলা! তাঁরা তোমার নবী হোন, তাঁদের মধ্যে একজনে (তোমার সন্তুষ্টির জন্য) নত হয়ে শুয়ে গিয়েছে, দ্বিতীয়জন (তোমার সন্তুষ্টির জন্য) যবেহ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। অতঃপর আল্লাহ পাক হযরত ঈসমাইল عَلَيْهِ السَّلَام এর পরিবর্তে জান্নাতী দুম্বা পাঠিয়ে দিলেন। **(আর রিক্বাতু ওয়াল বুকায়ি লি ইবনে ক্বিদামা, পৃ:৮৫)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই আজিমুশ শান কুরবানীর সময় এই ২জন মহান নবীর প্রকৃত হৃদয়ের অবস্থা কী ছিল, এটা তো না আমরা জানতে পারব, না ততটুকু পর্যন্ত পৌঁছতে পারব, অবশ্য! এই রেওয়ায়েতটি ওই অবস্থাদির কিছুটা ঝলক দেখাচ্ছে মাত্র। হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام যখন কুরবানী করছিলেন আর হযরত ঈসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام যখন কুরবানী হওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, তাঁরা উভয়ের চিন্তাধারা পৃথিবীর কোন কিছু উদ্দেশ্যে ছিল না, তাঁদের হৃদয় ব্যাকুল ছিল শুধুমাত্র একটি জিনিসের জন্য, সেটি হলো আল্লাহ পাক আমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাক। প্রতীয়মান হলো, কুরবানীর আসল যেই উদ্দেশ্য, সেটা হলো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি। অতএব যখন আমরা কুরবানী করব তখন ✯ হৃদয়ে একনিষ্ঠতার স্পৃহা থাকা উচিত ✯ লিল্লাহিয়্যত তথা আল্লাহর জন্য ✯ এটাকে মূল উদ্দেশ্য করা ✯ না নিজের প্রশংসা কামনা করা ✯ আর না বাহ বাহ পাওয়ার আশা ✯ আর না মানুষকে দেখানোর নিয়ত করব ✯ একদিকে পশুর গলায় ছুরী চলছে, অন্যদিকে আমরা যেন আল্লাহ পাককে রাজি করার জন্য ব্যাকুল হয়ে যায় ✯ মনে মনে দোয়া করি: হে আল্লাহ পাক! আমার সামর্থে যা ছিল, আমি করেছি, হে আল্লাহ পাক! তোমার খলিলের সদকায় আমার উপর রাজি হয়ে যাও।

مولیٰ مجھ کو نیک بنادے　　اپنی اُلفت دِل میں بَسادے
اپنی رِضا کا دیدے مژدہ　　یااللہ! میری جھولی بھَر دے

(ওয়াসায়িল বখশীশ, ১২১-১২৩)

মাওলা মুঝ কো নেক বানা দে　　আপনি উলফত দিল ম্যা বাসা দে
আপনি রযা কা দে দে মুঝদা　　ইয়া আল্লাহ! মেরি ঝোলি ভর দেয়

ইখলাস হলো আমলের প্রাণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইখলাস হলো আমলের প্রাণ। কবুলিয়্যতের চাবি। ওলামায়ে কেরাম বলেন: ইখলাস ব্যতীত আমল প্রাণহীন দেহের ন্যায়, এটি মূলত বৃক্ষ, যেটাতে কোন ফল ধরে না। সুতরাং যেমনিভাবে প্রাণহীন দেহকে দাফন করতে হয় ঠিক তেমনিভাবে ইখলাস বিহীন আমলও কোন কাজের না, যেমনিভাবে ফল বিহীন বৃক্ষ কোন কাজে আসে না, তেমনিভাবে রিয়া (অর্থাৎ লোক দেখানো) ওয়ালা ইবাদতও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার কারণ। **(ইলমুল কুলুব, পৃ: ১৩৭)**

হরিণ কস্তুরী কোথা থেকে পেল

আপনারা অবশ্যই জানেন যে, হরিণ একটি প্রসিদ্ধ প্রাণী, পৃথিবীর সর্বোত্তম সুগন্ধি, যেটাকে কস্তুরী বলা হয়, এটি হরিণের মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে। হরিণের মধ্যে এই সুগন্ধি কোথ থেকে এসেছে? আল্লামা দামেরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হায়াতুল হাইওয়ানে এই প্রসঙ্গে একটি রেওয়ায়েত লিখেছেন, যখন আল্লাহ পাকের নবী হযরত আদম عَلَيۡهِ السَّلَام পৃথিবীতে তাশরিফ আনলেন, যেহেতু আল্লাহ পাকের নবীও এবং খলিফাতুল্লাহ হয়ে তাশরিফ এনেছিলেন, সুতরাং জমিনে যেসব পশু ছিল, সেগুলো তাঁর খেদমতে সালামের জন্য উপস্থিত হলো, এখন দৃশ্য কিছুটা এরকম ছিল যে, সমস্ত পশুরা পালাক্রমে উপস্থিত হচ্ছিল, হযরত আদম عَلَيۡهِ السَّلَام প্রত্যেকের জন্য দোয়া দিয়েছিলেন, এর ভেতরে হরিণও উপস্থিত হলো, হযরত আদম عَلَيۡهِ السَّلَام সেটির পিঠের উপর তাঁর হাত বুলিয়ে দিলেন, এটার বরকতে সেটা থেকে সুগন্ধি ছড়াতে লাগল, যখন এই হরিণটি ফিরে গেল, অন্যান্য পশুরা তাকে জিজ্ঞাসা করল: তোমার ভেতরে এই সুগন্ধি

কোত্থেকে এসেছে? হরিণ বলল: এই সুগন্ধি হযরত আদম عَلَیۡهِ السَّلَام এর হাত মুবারক ও দোয়ার বরকতে হয়েছে। সুতরাং ওইসব পশুরা সুগন্ধি পাওয়ার লোভে হযরত আদম عَلَیۡهِ السَّلَام এর খেদমতে উপস্থিত হলো, আদম عَلَیۡهِ السَّلَام তাদের হকেও দোয়া করলেন এবং তাদের পিঠের উপর হাত বুলিয়ে দিলেন কিন্তু তাদের থেকে সুগন্ধি ছড়ালো না, তারা যখন ফিরে আসল, অন্যান্য হরিণদের সাথে কথা হলো তারা বলল: হযরত আদম عَلَیۡهِ السَّلَام আমাদের পিঠের উপরও হাত বুলালেন, আমাদের জন্যও দোয়া করেছেন কিন্তু আমাদের ভেতরে তো সুগন্ধি আসেনি...? হরিণ বলল: আমরা শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য হযরত আদম عَلَیۡهِ السَّلَام এর তাযিমের জন্য উপস্থিত হয়েছিলাম কিন্তু তোমাদের নিয়ত তাঁর তাযীম করার জন্য ছিল না বরং তোমাদের নিয়ত ছিল সুগন্ধি অর্জন করা, এজন্য তোমাদের ওই বরকত মিলেনি, যেটা আমার নসীব হয়েছে।

!اللہ! اللہ কী শান...!!

جس کا عمل ہو بے غرض، اس کی جزا کچھ اور ہے

জিস কা আমল হো বে গরয, উস কে জাযা কুছ আওর হ্যা

হযরত শায়খ সুলতান বাহু رَحۡمَةُ اللهِ عَلَیۡهِ লিখেন:

جے رَبّ نَهَاتِیَاں، دَهُوتِیَاں مِلْدَا، مِلْدَا ڈَڈُوَاں، مَچھیاں ھُو

جے رَبّ مِلْدَا مَوْن مُنَایَاں، مِلْدَا بَهیڈاں، سَسِیاں ھُو

رَبّ اُنْهَاں نُوں مِلْدا بَاہُو، نِیّتَاں جِنْهَاں دِیاں سَچِّیَاں ھُو

ব্যাখ্যা: যদি গোসল ও ধৌত করার মাধ্যমে রবের নৈকট্য পাওয়া যেত তবে ব্যাঙ ও মাছ পেয়ে যেত (কেননা তারা সব সময় পানির মধ্যেই থাকে), যদি আল্লাহ পাকের নৈকট্যতা চুল রাখা, সাজানো দ্বারা মিলত তবে গরু-ছাগলরাও পেয়ে যেত (উল সংগ্রহের জন্য অধিকাংশই সেগুলোর পশম কেটে বানানো হয়), হে বাহু! রবের নৈকট্য তো সে-ই পায়, যার নিয়ত শুদ্ধ থাকে।

আমল কবুলিয়্যতের ৩টি ভিত্তি

ওলামায়ে কেরাম বলেন: নেক আমল ৩টি জিনিস দ্বারা হয়ে থাকে: (১): বান্দা এটা মনে করবে যে, এই আমলের তাওফিক আল্লাহ পাকেই দান করেছেন, এর দ্বারা আত্মগৌরবের কাট হয়ে যায় (চিকিৎসা হয়ে যায়) (২): বান্দা যেন তার আমল দ্বারা শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি কামনা করে, এর দ্বারা বান্দা রিয়াকারী, লোক দেখানো এবং নিজে বাহ বাহ পাওয়ার বিপদ থেকে বেঁচে যায়। (৩): বান্দার তার আমলের সাওয়াব মৃত্যুর পরই পাওয়া দরকার, এটার বরকতে মাখলুকের পক্ষ থেকে কোন লোভ অবশিষ্ট থাকে না। **(ইলমুল কুলুব, পৃ:১৫১)**

মোটকথা! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেহেতু আমরা কুরবানী করছি তো আমাদের হৃদয়ে যেন ইখলাস থাকে, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির দিকে দৃষ্টি থাকে, এই মনোভাবের সাথে কুরবানী করি তো ! اِنْ شَآءَ الله দুনিয়াতেও এটার বরকত নসীব হবে এবং আখিরাতেও সফলতা মিলে যাবে।

অন্তরে কোমলতা রেখে জবাই করুন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আরও একটি খুব সুন্দর মনোভাব যা কুরবানীর সময় আমাদের হৃদয়ে থাকা দরকার, তা হলো করুণা। ইমাম শা'রানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আদব হলো এটা যে, যখন আমরা পশুকে জবাই করব, তখনও যেন আমাদের হৃদয়ে কোমলতা থাকে।

(লাওয়াকিহুল আনওয়ারুল কুদসিয়া, ১/৫৭৩)

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের হুকুমের উপর আমল করার নিমিত্তে আমরা পশু যবেহ করছি তবে এটার পদ্ধতিটা এমন হবে যে, যখন আমরা পশুর গলায় ছুরী চালাব, তখনও আমাদের হৃদয়ে যেন দয়া থাকে, তখনও যেন আমাদের হৃদয়ে কোমলতা বিদ্যমান থাকে, এইভাবে বলে নিন যে, বান্দা আল্লাহ পাকের হুকুম পালনের জন্য যখন পশুর গলায় ছুরী চালাচ্ছে, তখন তার দয়ার কারণে হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়, চক্ষুতে অশ্রু চলে আসে, এইভাবে হৃদয়ে কোমলতা ও অনুগ্রহের মনোভাব রেখে পশু যবেহ করবেন। একবার এক সাহাবি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দবারে আরজ করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ ! صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমি ছাগল যবেহ করছি আর সেটার উপর আমার দয়া হচ্ছে, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: যদি তুমি ছাগলের উপর দয়া করো তবে আল্লাহ পাক তোমার উপর দয়া করবেন। **(মুস্তাদরাক, ৪/৭৬৫, হাদিস: ৬৫৪১)**

আহ! আফসোস! আমাদের অবস্থা এর বিপরীত, লোক কুরবানীর সময় পশুকে নিয়ে তামাশা দেখতে থাকে, অনেক হতভাগা তো পশুর কষ্ট দেখে হাত তালি দেয় বরং আজকাল তো ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়া (Social media) এর যুগ, মানুষ অসহায় পশুদের, সেগুলো ছটপট করার

ভিডিও (Video) বানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল করে, আল্লাহ পাক আমাদেরকে হেদায়েত নসীব করুক! এটা তামাশা দেখার সময় নয় বরং দয়ার কারণে অশ্রুসিক্ত করার, ওই পশুটির সৌভাগ্য যে, সে আল্লাহ পাকের নামে কুরবান হচ্ছে, তার এই সৌভাগ্যের উপর ঈর্ষা করার সময়।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই পবিত্র ও মুবারক মনোভাব, যা কুরবানীর সময় আমাদের হৃদয়ে থাকা উচিত (১): আল্লাহ পাকের হুকুমের উপর আমল করছি (৩): পশুদের হকে দয়াশীল হওয়ার স্পৃহা আমাদের ভেতর থাকা উচিত, এই স্পৃহা ও মনোভাব হৃদয়ে রেখে কুরবানী করি তো اِنْ شَآءَ الله! কুরবানী আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হবে এবং এটার বরকতে ঈমানও মযবুত হবে।

عطا کردے اخلاص کی مجھ کو نعمت　　نہ نزدیک آئے ریا یاالٰہی!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ,পৃ: ১০৬)

আতা কর দেয় ইখলাস কী মুঝ কো নেমত
না নাযদীক আয়ে রিয়া ইয়া ইলাহী!

কুরবানী ও তাকওয়ার চাহিদা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন আমরা আয়াতে কারীমা শুনি, আল্লাহ পাক বলেছেন:

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَ لٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ؕ

(পারা ১৭, সূরা হজ্ব, আয়াত ৩৭)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আল্লাহর নিকট কখনো না সেগুলোর মাংস পৌঁছে, না সেগুলোর রক্ত, হ্যাঁ, তোমাদের খোদাভীরুতা তাঁর নিকট পর্যন্ত পৌঁছে থাকে।

এই আয়াতটি আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে যে, নিজেদের কুরবানীকে কবুলিয়্যতের যোগ্য বানানোর জন্য তাকওয়ার চাহিদাগুলোর উপর আমল করা জরুরী, যেমন ✯ কসাইয়ের সাথে কথা ফাইনাল করার ক্ষেত্রে ইজারার শরয়ী শর্তগুলোর দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার ✯ কসাইয়ের সমস্ত পারিশ্রমিক সময়মতো দিয়ে দিতে হবে ✯ কুরবানীর পশুর রাস্তায় বাঁধা হয়ে থাকে, যার কারণে চলাচলকারীদের কষ্ট হয়, এমনটি করবেন না ✯ কুরবানীর দিন অনেক সময় রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়, এর কারণেও বান্দার হকসমূহ নষ্ট হতে পারে ✯ জনসাধারণের চলাচলের রাস্তায় কুরবানী করা হয়ে থাকে, এহেন অবস্থায় বান্দার হকের দিকে খেয়াল রাখবেন, যার দ্বারা রাস্তায় চলাচলকারীদের কাপড় নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা হয়, এটা থেকে বেঁচে থাকুন ✯ পশুর নাড়ি ভুঁড়ি, বর্জ্য, পেট থেকে নির্গত হওয়া ময়লা ইত্যাদি ফেলবেন না ✯ মোটকথা কুরবানী করার ক্ষেত্রে পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতার পরিপূর্ণ রাখা উত্তম ✯ সম্মিলিতভাবে কুরবানী করার ক্ষেত্রে মাংসের বন্টন করার ক্ষেত্রে শরয়ী পদ্ধতি অনুযায়ী করবেন, কারও হক যেন নষ্ট না হয় ✯ কুরবানীর চামড়ার দেওয়ার জন্য যদি কারো সাথে ওয়াদা করে থাকেন তবে বার বার চক্কর লাগাবেন না ✯ অনেক হতভাগ্য কুরবানীর কাজে ! مَعَاذَاللّٰه জামাআত ছেড়ে দেয় বরং অনেকে তো নামাযই কাযা করে বসে, তাদের বাহানা হয় যে, কসাই দেরীতে এসেছিল ✯ কুরবানী করতে করতে জামাআত শেষ হয়ে গিয়েছে ✯ কাপড়ে রক্ত পড়েছিল, এজন্য নামাযই কাযা হয়ে গিয়েছে ইত্যাদি, মোটকথা প্রতিটি ওই কাজ যা গুনাহ অথবা যার কারণে গুনাহে নিমজ্জিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, ওই কাজ থেকে বেঁচে থাকা তাকওয়ার দাবি আর

কুরবানীর ক্ষেত্রে তাকওয়ার দাবির উপর আমল করা কুরবানীকে আল্লাহ পাকের দরবারে কবুলিয়্যতে উপযুক্ত বানায়।

دے حُسنِ اَخلاق کی دولت
کر دے عطا اِخلاص کی نعمت
مجھ کو خزانہ دے تقویٰ کا
یااللہ! مری جھولی بھر دے

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃ: ১২৩)

দে হুসনে আখলাক কি দৌলত কর দে আতা ইখলাস কি নেমত
মুঝ কো খযানা দে তাকওয়া কা ইয়া আল্লাহ! মেরি ঝোলি ভর দে!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! তাকওয়ার দাবির মধ্যে একটি হলো কুরবানী করার স্পৃহা ✯ ইখলাস ✯ ত্যাগ দেওয়ার আগ্রহ ✯ আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য জান, মাল ইত্যাদি সঁপে দেওয়ার ইচ্ছা ✯ যখন কুরবানীর পশুর গলায় ছুরী চালানো হবে তখন বান্দা আল্লাহ পাকের ভালোবাসায় সিক্ত হওয়া ✯ মনে মনে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করা মাওলা! পশু কুরবানী দেওয়ার হুকুম হয়েছে, আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য পশু কুরবানী দিচ্ছি, ✯ হে আল্লাহ! প্রবৃত্তির চাহিদাকে কুরবান দিয়ে, তোমার সন্তুষ্টিমূলক কাজও তোমার পছন্দনীয়, মাওলা! আজ থেকে তোমার সন্তুষ্টির জন্য নফসে আম্মারাকেও মারছি, আজকের পর কখনো নফস ও শয়তানের ধোকায় পড়ে তোমার নাফরমানী করব না ✯ হে আমার পরওয়ারদিগার! আজ তোমার হুকুমে পশু কুরবানী দিচ্ছি, তোমার সন্তুষ্টির জন্য, তোমার দ্বীনের খাতিরে সময়ের কুরবানীও করব

☆ মাওলা! যখন মুয়াজ্জিন حَیَّ عَلَی الْفَلَاح বলে ডাক দিবে তখন ঘুমের, নিজের দোকানের, ব্যবসার, দুনিয়াবী কাজকর্মের কুরবানী দিয়ে দ্রুত মসজিদে উপস্থিত হবো ☆ বরং হে আমার প্রিয় আল্লাহ পাক! নফসের চাহিদা, সময় ও মাল ইত্যাদি কী আর, তোমার সন্তুষ্টির খাতিরে যদি আমার জানও কুরবান দিতে বলো তবে কখনো পিছপা হবো না বরং

یہ اِک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں　　تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں

(সামানে বখশীশ, পৃ: ১৫২)

ইয়ে এক জান কিয়া হ্যা আগার হোঁ করোড়োঁ
তেরে নাম পর সব কো ওয়ারা করোঁ ম্যা

আল্লাহ পাক আমাদেরকে এমন শানদার কুরবানী করার তাওফিক দান করুক। اٰمِین بِجاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

কুরবানীর পশুর চামড়া দাওয়াতে ইসলামীকে দিন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই যুগে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামী ফয়যানে আম্বিয়া ও ফয়যানে আউলিয়া ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে মশগুল রয়েছে ☆ দাওয়াতে ইসলামী এই পর্যন্ত হাজারো মসজিদ, অসংখ্যা ফয়যানে মদীনা (মাদানী মারকায) প্রতিষ্ঠা করেছে ☆ বালক ও বালিকা (Boys & Girls) আলাদা আলাদা কুরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিশ্বব্যাপী হাজারো মাদ্রাসাতুল মদীনা প্রতিষ্ঠা করেছে, যেগুলোতে লক্ষ লক্ষ বালক ও বালিকা কুরআনে কারীম হিফয ও নাযেরা পাঠ নিচ্ছে ☆ আলিম ও আলিমা কোর্স করানোর প্রায় হাজারো

জামেয়াতুল মদীনা (Boys & Girls) প্রতিষ্ঠা করেছে, যেগুলোতে প্রায় হাজারো ছাত্র ও ছাত্রী দরসে নিযামী (আলিম ও আলিমা কোর্স) করানো হচ্ছে ✯ শরয়ী দিক নির্দেশনার জন্য পাকিস্তান ও বহিঃবিশ্বের বিভিন্ন স্থানে দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত (ফতোওয়া বোর্ড) প্রতিষ্ঠা করেছে, মুফতিয়ানে কেরাম উম্মতের শরয়ী দিক নির্দেশনার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন ✯ আল মদীনাতুল ইলমিয়া (Islamic Research Canter) তে বিভিন্ন বিষয়ে হাজারো কিতাবাদি ছাপানো হয়েছে এবং এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে।

আপনারা দ্বীনের এই খেদমতে অংশ নিন! !اِنْ شَآءَ الله আজ আশিকানে রাসূল কুরবানী করার সৌভাগ্য অর্জন করবে। সকলের নিকট আবেদন থাকবে আপনাদের কুরবানীর পশুর চামড়া দাওয়াতে ইসলামীকে দিন! আপনাদের দেওয়া টাকা বা চামড়ার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী দ্বীনি, সংশোধনী, রুহানী ও কল্যাণমূলক কাজ করা হবে, !اِنْ شَآءَ الله আপনার জন্য সদকায়ে জারীয়া হবে। এটার সাথে সাথে আপনার এলাকায়, নিজের নিকট আত্মীয়দেরকে ফোন ইত্যাদির মাধ্যমে যোগাযোগ করেও এটার প্রতি উৎসাহিত করুন! আপন আপন প্রচেষ্টায় চামড়া জমাও করান! !اِنْ شَآءَ الله এটারও বরকত পাবেন, হাদিসে পাকে রয়েছে: যে (ব্যক্তি) কোন কল্যাণের দিকে আহবান করে, সেটার উপর আমলকারীদের সমান তাকেও সাওয়াব দান করা হবে। **(তিরমিযী, পৃ:৬২৮, হাদিস: ২৬৭১)**

عطارؔ سے محبُوب کی سُنَّت کی لے خدمت

ڈنکا یہ ترِے دین کا دُنیا میں بجا دے

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃ:১১২)

আত্তার সে মাহবুব কি সুন্নাত কে লে খেদমত
ডনকা ইয়ে তেরে দ্বীন কা দুনিয়া ম্যা বাজা দে

আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাওফিক দান করুক।

اٰمین بِجاہِ خاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد